NOV. 29 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ঢাবি'র ভিসি'র প্রতি রুল জারি

সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার ঃ গতকাল বুধবার সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কোন্ আইনগত অধিকার বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত আছেন চার সপ্তাহের মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরীর প্রতি রুল জারি করেছেন।

গত ১২ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট/চ্যান্সেলর ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টের ১৬ ধারার ক্ষমতা- বলে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। তিনি একই আদেশে ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১১ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরীকে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এ.এম.ইসমত কাদির গামা ও হাবিবুর রহমান খান ১২ই নভেম্বর প্রদত্ত আদেশের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রীট পিটিশন (কো-ওয়ারেন্টো) পেশ করেন। রীট পিটিশনে বলা হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে উক্ত আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১১ (২) ধারা মোতাবেক সিনেট কর্তৃক মনোনীত তিনজনের প্যানেল হতে একজনকে চার বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়। সে মোতাবেক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরীকে চার বৎসরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে তাকে আরো চার বৎসরের জন্য উক্ত পদে নিয়োগ করা হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাকে উক্ত পদ হতে অপসারণ করা যায় না।

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ও বিচারপতি মোহাম্মদ মারুফ-উল-হককে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিক শুনানি শেষে উক্ত রুল জারি করেন।

আবেদনকারীদ্বয়ের পক্ষে ছিলেন ব্যারিষ্টার আমীর-উল-ইসলাম। তাকে সহযোগিতা করেন মনজিল মোরশেদ, ব্যারিষ্টার হাসান প্রমুখ। সরকারের পক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল এ.জে. মোহাম্মদ আলী।